মহেশপুর পৌরসভার প্রকৌশলীর নকশা জালিয়াতি, রাস্তা দখল করে চলছে ভবন নির্মাণ

ঝিনাইদহের মহেশপুর পৌরসভায় ভুয়া তথ্য দিয়ে প্রকৌশলীকে ম্যানেজ করে ভবন নির্মানের নকশা অনুমোদনের অভিযোগ উঠেছে।

তদন্তে নকশা জালিয়াতির প্রমাণ মিললেও অদৃশ্য কারণে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি পৌর কর্তৃপক্ষ। উল্টো কাজে সহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে নির্বাহী প্রকৌশলী সোহেল রানার বিরুদ্ধে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০২১ সালে মহেশপুরে পৌরসভার পশু হাসপাতাল পাড়ার সাহাবুদ্দিন মহুরি ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে ৪ দশমিক ৪৫ শতক জমি ক্রয় করে রাজিয়া খাতুন নামের এক নারী। ৭ ফুট প্রশস্ত রাস্তা সংরক্ষিত থাকার কথা ছিলো দলিলে।

অভিযোগ রয়েছে পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী সোহেল রানাকে ঘুষ দিয়ে দলিলে উল্লেখিত তথ্য গোপন করে নকশা অনুমোদন করে সাহাবুদ্দিন মহুরি।

৭ ফুট রাস্তার ৪ ফুট দখল করে ঘর নির্মাণ শুরু করে তারা। এ নিয়ে রাজিয়া আক্তার পৌরসভায় অভিযোগ দিলে তদন্তে এই নকশা জালিয়াতির তথ্য বেরিয়ে আসে। সেই থেকে এখন পর্যন্ত কয়েক দফা অভিযোগ দিলেও পৌর কর্তৃপক্ষ সেই ভবন নির্মাণ বন্ধ করেনি।

এমনকি নির্বাহৗ প্রকৌশলী সোহেল রানা অনৈতিক সুবিধা নিয়ে এখন সেই ভবন তৈরীতে সযোগীতা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগী রাজিয়া খাতুন বলেন, আমি বার বার পৌরসভার অভিযোগ দিয়েছি কিন্তু তাতে কোন ফল আসেনি। কয়েকবার শালিসী বৈঠকে ভবনের রাস্তার অংশ অপসারণের কথা হলেও সেই শালিসের সিন্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়নি। মুলত নির্বাহী প্রকৌশলী ঘুষ নিয়ে ভবন অপসারণ করছে না উল্টো অভিযোগ থাকা স্বত্বেও কাজ করার অনুমতি নিয়েছে।

রাস্তা দখলকরে ভবন নির্মাণের বিষয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পাওয়া যায়নি দখলদার সাহাবুদ্দিনকে। পরে ফোন দিলেও তিনি রিসিভ করেন নি। অভিযোগের ব্যাপারে নির্বাহৗ সোহেল রানা বলেন, কাজ তো হওয়ার

কথা না। আমরা বিষয়টি দেখছি।

এ ব্যাপারে মহেশপুরে পৌরসভার প্রশাসক সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ভবন নির্মাণের বিষয়ে এর আগে একটি শালিসী বৈঠক করা হয়েছিলো। সেই সিন্ধান্ত দ্রুতই বাস্তবায়ন করা হবে। আর যেহেতু ভবন নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ আছে তাই এখন ভবন নির্মাণ করতে পারবেন না। কাজ বন্ধের বিষয়টি আমি দেখছি।

বিক্ষোভের মুখে ভারতীয় প্রকৌশলীসহ কর্মকর্তারা

কেরুজ চিনিকলের বিএমআর প্রকল্প এখন গলার কাঁটা দাড়িয়েছে মিল কতৃপক্ষের। পহেলা জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ১৬৮ ঘন্টা নতুন বিএমআর প্রকল্পের আখ মাড়াই করতে গিয়ে ৯০ ঘন্টা যান্ত্রিক কবলে পড়ে ১০২ কোটি টাকার বিএমআর প্রকল্প।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের আওতায় আখবাহনের চালক ও আখচাষীদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে ভারতীয় বিএমআর প্রকল্পের ইন্জিনিয়ারসহ কেরুজ কর্মকর্তারা।কেরুজ চিনিকলে ২০২৫-২৬ শুরু হয় ৫ ডিসেম্বর। আখ মাড়াই মরসুমের আনুষ্ঠানিক – উদ্বোধন আধুনিকায়নকৃত কারখানায় আখ মাড়াই ডিসেম্বরে হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।

ফলে পুরোনো মিলেই আখ মাড়াই শুরু করা হয়। শুরু থেকেই ভালো চলছিলো মাড়াই কার্যক্রম। ৩০ ডিসেম্বর ছিলো চলতি মরসুমের প্রথম ক্লিনডেট। ৩১ ডিসেম্বর রাত দুটো থেকে আধুনিকায়নকৃত চিনি কারখানায় আখ মাড়াই শুরুর কথা থাকলেও তাও যায় ভেস্তে। পরে ভোরে চালু হয় মাড়াই কার্যক্রম। শুরু হয় মিলে আখ আনা পরিবহন চালক, কৃষক, শ্রমিক-কর্মচারী নানা ত্রুটি দেখা দেয় আধুনিয়কানকৃত জনিত কারণে রবিবার বন্ধ হয়েছে আখ টারবাইনসহ বিভিন্ন মেশিনারিজে সমস্যা দেখা দেয় কারখানায়। মিল হাউজ, বয়লার, ও কর্মকর্তাদের ভোগান্তির শেষ নেই। ক্ষণে ক্ষণে মাড়াই ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ। গত ৭ দিনে ১৬৮ ঘণ্টার মধ্যে ত্রুটি জনিত কারণে চিনি কারখানায় আখ মাড়াই বন্ধ থেকেছে ৯০ ঘণ্টা।

তথ্যনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর ৬ ঘণ্টা, ১জানুয়ারি ২৩ ঘণ্টা, ২ জানুয়ারি ৬ ঘণ্টা, জানুয়ারি, ৫ জানুয়ারি ৮ ঘণ্টা, ৭ জানুয়ারি আখ মাড়াই বন্ধ রাখতে হয়েছে। এদিকে কৃষক ও কেরুজ চিনিকলের আওতায় আখ নিয়ে আসা পরিবহন, পাওয়ারট্রলি কৃষকদের পড়তে হয় ভোগান্তিতে। চাষীরা কোনো উপায়ন্তর না পেয়ে শুর করে বিক্ষোভ। বিক্ষোভহীন অবস্থায় দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোঃরাব্বিক হাসান লিখিতভাবে জানান, বিএমআর প্রকল্প যান্ত্রিক ক্রুটি হচ্ছে।ফলে মাড়াই কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে বিঘ্নত হচ্ছে।ফলে আবার ডিজিটাল ছেড়ে আবার এনালক দিয়ে মাড়াই কার্যক্রম শুরু করে।

তাহলে প্রশ্ন ১০২ কোটি টাকার প্রকল্প কি মুখ থুবড়ে পড়বে। তাহলে সাধারণ মানুষ মনে করছে এটা শুভংকরের ফাঁকি। এ বিষয়ে কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান জানান, পুরাতন মিল দিয়ে আখ মাড়াই শুরু হয়েছে কোনো ঝামেলা ছাড়াই মিল সুন্দর ভাবে চলছে।

গাংনীতে গভীর নলকূপ স্থাপনে অনিয়ম তদন্তে গিয়ে প্রকৌশলী লাঞ্ছিত

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমানের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে বিপাকে পড়েছেন গাংনী উপজেলা বিএডিসির (বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন) প্রকৌশলীরা। বিএডিসির অনুমোদন ছাড়াই গভীর নলকূপ স্থাপন ও অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা এলাকায় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

সূত্র জানায়, কড়ইগাছি এলাকার মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে ঝন্টু আলী গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য কড়ইগাছি জেএল ৯৬, দাগ ৬৮৯ নম্বর জমির লাইসেন্স পান। কিন্তু লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করে তিনি নলকূপ স্থাপন করেন জেএল ৯২, দাগ নম্বর ৩৬২০ নম্বর জমিতে, যা মূল অনুমোদনস্থল থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে। অভিযোগ রয়েছে,

পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগের ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমান রাতারাতি সেখানে অবৈধ সংযোগ প্রদান করেন।

এই ঘটনায় অভিযোগ হওয়ায় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিষয়টি তদন্তের জন্য চার সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন।

এ ঘটনায় তদন্তে যান গত ৪ ডিসেম্বর বিএডিসির উপসহকারী প্রকৌশলী আশরাফুল ইসলাম, পল্লী বিদ্যুতের গাংনী জোনাল অফিসের এজিএম ফয়সাল হোসেন, বিএডিসির ইলেক্ট্রিশিয়ান দেলওয়ার হোসেন, পল্লী বিদ্যুতের ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমান এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা নাইমুর হোসেন।

তদন্তের সময় ঝন্টু ও তার সহযোগীরা সরকারি কাজে বাধা প্রদান, গালিগালাজ এবং অপমানজনক আচরণ করেন। এতে দেলওয়ার হোসেন শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হন বলে অভিযোগ রয়েছে।

পরে বিএডিসির ইলেক্ট্রিশিয়ান দেলওয়ার হোসেন বাদী হয়ে অভিযুক্ত ঝন্টু, তার ভাই রেন্টু, আব্দুল কাদের ও পিতা মনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি প্রয়োজনীয় রিপোর্ট তৈরি করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিলের সিদ্ধান্ত নেয়।

স্থানীয়রা দাবি করেন, ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমানের অনিয়মের কারণে জনস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং প্রকৌশলীদের হয়রানি করা হচ্ছে। দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা।

চুয়াডাঙ্গায় আবাসিক হোটেল থেকে প্রকৌশলীর লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা শহরে একটি আবাসিক হোটেল থেকে মাহবুবুর রহমান মাসুম
(৩৫) নামে এক টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারের লাশ উদ্ধার করা হয়।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পৌরসভার পাশে ‘চুয়াডাঙ্গা আবাসিক

হোটেল’ থেকে সদর থানা পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

মাহবুবুর রহমান মাসুমের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা শহরের সবুজপাড়ায়। পরিবারের সঙ্গে তিনি ঢাকায় থাকতেন।

পুলিশ ও হোটেল কর্তৃপক্ষের সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার মাহবুবুর রহমান মাসুম তিন বন্ধুর সঙ্গে চুয়াডাঙ্গায় ঘুরতে আসেন। তারা একটি আবাসিক হোটেলে ওঠেন।

হোটেলের ম্যানেজার সাগর জানান, তারা তিনজনই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। পরবর্তীতে মাসুমের দুই বন্ধু চলে গেলেও তিনি হোটেলেই থেকে যান।

ম্যানেজার সাগর আরও জানান, মাসুম বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তার বন্ধুরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলেও তিনি রাজি হননি। শনিবার বেলা ১২টায় হোটেলের চতুর্থ তলার ৪০১ নম্বর কক্ষ থেকে কান্নার শব্দ শুনে তিনি উপরে গিয়ে দেখতে পান মাসুমের স্বজনরা সেখানে কান্নাকাটি করছেন। স্বজনদের পরামর্শ দেওয়া হয় মাসুমকে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এরপর তারা দেখতে পান মাসুমের মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে এবং তিনি মারা গেছেন। তখন স্বজনরা জরুরি সেবা ৯৯৯ এ কল করে পুলিশকে খবর দেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি খালিদুর রহমান জানান, জরুরি সংবাদ পেয়ে তারা চুয়াডাঙ্গা আবাসিক হোটেলের চতুর্থ তলার একটি কক্ষ থেকে আনুমানিক ৩৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেন। প্রাথমিক তদন্তে লাশে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

ওসি আরও বলেন, তারা সিআইডি ও পিবিআইকে খবর দিয়েছেন এবং তারা এসে তদন্ত করবে। পুলিশও বিষয়টি তদন্ত করছে। বিষয়টি আইনগত প্রক্রিয়াধীন আছে।

গাংনী প্রকৌশলীর ঘুষ আদায়কারী

শহিদুল

গাংনী উপজেলা এলজিইডি প্রকৗশলী ফয়সাল আহমেদের সাথে থাকা শহিদুল ইসলামকে নিয়ে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা সমালোচনা। বিভিন্ন ঠিকাদারের কাছ থেকে প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদের নামে ঘুষ গ্রহণ করার অভিযোগ উঠেছে শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে। আবার কোন কোন ঠিকাদারকে ত্রুটিপুর্ণ কাজের অজুহাত সেই সাথে সঠিক সময়ে বিল পাইয়ে দেয়ার কথা বলে শহিদুল ইসলাম উৎকোচ নিয়ে থাকেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এ ব্যাপারে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকৌশলীর আস্থাভাজন শহিদুল ইসলামের সাথে বাক বিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। বিষয়টি মামলা পর্যন্ত গড়ায়। শহিদুল ইসলাম প্রকল্পের চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ পেয়ে সরকারি কর্মচারি দাবী করে মামলা করায় আলোচিত হয়েছেন সর্বমহলে। তবে উপজেলা প্রকৌশলী বলেছেন, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিক নয়।

সুত্র জানায়, শহিদুল ইসলাম এলজিইডি অফিসের শিক্ষা প্রকল্প গভমেন্ট প্রাইমারি স্কুল (জিপিএস) জুনিয়র সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার পদে ও পিইডিপি-৪ এর (অস্থায়ী ভিত্তিতে) চাকরিরত ছিলেন। তার বাড়ি গাংনী উপজেলার আড়পাড়া গ্রামে। তার চাকরীর মেয়াদ শেষ হবার পরও তিনি নিয়মিত অফিসে আসেন ও প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদের সাথে বিভিন্ন প্রকল্পের তদারকি করেন। সেই সাথে নানা অজুহাতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও সাপ্লাইয়ারের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেন। এর যথার্থ প্রমানও মিলেছে। সম্প্রতি গাংনীর মটমুড়া ইউনিয়ন ভ’মি অফিসের ভবন নির্মাণকারি মেসার্স মিঠু এন্টার প্রাইজের সত্বাধীকারি দোলোয়ার হোসেন মিঠুর কাছ থেকে বিল পাশ করিয়ে দেয়ার কথা কয়েক দফায় ঘুষ গ্রহন করেছেন। কখনো হাতে হাতে আবার কখনো অন্য মাধ্যমে এ টাকা পরিশোধ করা হয়। গত ১১ ডিসেম্বর অতিরিক্ত অর্থ দাবী করেন প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ এবং ওই অর্থ শহিদুল ইসলামের নিকট প্রদান করতে বলেন। এক পর্যায়ে ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠু ও শহিদুল ইসলামের সাথে বাকবিতন্ডা ঘটনা ঘটে।

এ ব্যাপারে দেলোয়ার হোসেন মিঠু তার কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ ও তার সাথে থাকা শহিদুল ইসলামের ঘুষ ও উৎকোচ বানিজ্যের ফিরিস্তি তুলে ধরেন। এদিকে নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে ফয়সাল আহমেদের পক্ষ হয়ে শহিদুল ইসলাম

সার্ভেয়ার আক্তারুজ্জামানকে ১% টাকা দিতে হয়েছে। ৮ মাস আগে ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হলেও তা বুঝে না নিয়ে দফায় দফায় টাকা আদায়ের কৌশল আটেন শহিদুল ইসলাম।

গত ১১ ডিসেম্বর সকালে শহিদুল ইসলামকে সাথে নিয়ে উপজেলা প্রকৌশলী মটমুড়া ইউনিয়নের বাওট বাজারে নবনির্মিত ভূমি অফিসের ভবন পরিদর্শনে যান। এ সময় ঠিকাদার মিঠু উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল আহমদকে ভবন হস্তান্তর নিতে অনুরোধ করেন। শহিদুল ইসলাম ১০ হাজার টাকা উপজেলা প্রকৌশলীকে দেয়ার পরামর্শ দেন। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি একপর্যায়ে শহিদুল ইসলামের সাথে হাতাহাতির ঘটনাটি ঘটে। এতে রাগান্বিত প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ বিল পরিশোধ করা হবে না বলেও জানান।

মামলার এজাহারে নিজেকে উপ-সহকারী প্রকৌশলী সরকারী কর্মকর্তা দাবি করেছেন কেন? তাছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট না হয়েও ভূমি অফিস নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে কেন গিয়েছিলেন? এমন প্রশ্নের জবাবে শহিদুল ইসলাম বলেন,আমি এলজিইডি উপজেলা প্রকৗশলী স্যারকে আমাকে নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।

উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদের কাছে শহিদুল ইসলাম সরকারী কর্মকর্তা পরিচয় দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে, তিনি বলেন তিনি সরকারি প্রকল্পে কাজ করেন তাই তাকে সরকারী কর্মকর্তা বলা যায়। তবে শহিদুল ইসলামকে নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ অন্য কারোর কথায় কান না দিতে অনুরোধ জানান।

মেহেরপুরে আইডিইবি’র ৫২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও গণপ্রকৌশল দিবস পালিত

বর্ণাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোামা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)’র ৫২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও গণপ্রকৌশল দিবস পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) বেলা ১১ টার সময় মেহেরপুর ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ জেলা শাখার উদ্যোগে এ আয়োজন করা হয়।

ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রকৌশলী নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি র্যালি মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সড়ক ও জনপদ বিভাগ প্রাঙ্গনে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সড়ক ও জনপদ বিভাগ প্রাঙ্গনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রকৌশলী নুরুল ইসলাম।

বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান বকুল, সড়ক ও জলপদ বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, যুব উন্নয়ন দপ্তরের আমিনুল ইসলাম প্রমূখ।

রেলওয়ে (পশ্চিম) প্রধান প্রকৌশলী হলেন আসাদুল হক মালিতা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ালগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামের কৃতিসন্তান ইন্জিনিয়ার আসাদুল হক মালিতা বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজশাহী বিভাগীয় (পশ্চিমন্চলের) প্রধান প্রকৌশলী হলেন।

তিনি দামুড়হুদার ধান্যঘরা গ্রামের বিশিষ্ট গুণীজন সমাজসেবক দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল গফুর এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকার দামুড়হুদা উপজেলা প্রতিনিধি হাসমত আলীর মামা।

গত ২২ আগস্ট রেলপথ মন্ত্রলয় কতৃর্ক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন উপসচিব সেলিমা পারভীন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হযেছে আসাদুল হক বাংলাদেশ রেলওয়ে (পশ্চিম) প্রধান প্রকৌশলী নিযুক্ত হলেন।

তিনি ২৪তম বিসিএস এ বাংলাদেশ রেলওয়ে সহকারী ইন্জিনিয়ার হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন। ইঞ্জিনিয়ার আসাদুল হক বলেন, আমি রেলওয়েতে যোগদান করার পর থেকে বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য সব সময় কাজ করে যাচ্ছি।

মেহেরপুরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান

মেহেরপুরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার দুপুরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর মিলনায়তনে উপসহকারী প্রকৌশলী মেহেদী জামান খানের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর থেকে বিদায় গ্রহণ করেন নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী থেকে পদোন্নতি পেয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে মাগুরাতে যোগদান করেন সুব্রত কুমার পাল এবং চাকরি থেকে অবসরে যাওয়া অফিস সহাঃ কাম কম্পিউটার অপারেটর সৌরভ হোসেন । এদিকে মেহেরপুরে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করায় গোলাম মোস্তাকিমকে বরণ করা হয়।

এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঠিকাদার আরিফুল এনাম বকুল, সালেহউদ্দিন আহমেদ, আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস।

কুষ্টিয়ার গড়াই নদীর তীরে তৈরি হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব দৃষ্টিনন্দন পার্ক

কুষ্টিয়ার বড়বাজার গড়াই নদীর তীর সংলগ্ন এলাকায় পরিবেশবান্ধব পার্ক তৈরি করছে জেলা পরিষদ। প্রায় ৩৩ একর জায়গার ওপর এ পার্ক তৈরির কাজ শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। পার্কটির নাম দেয়া হয়েছে “জেলা পরিষদ পার্ক”।

ইতোমধ্যে পার্কের বাইরে এক হাজার নারিকেল গাছ লাগানো হয়েছে। ভেতরে বড় এলাকাজুড়ে লাগানো হয়েছে দেশি-বিদেশি নানা প্রজাতের বৃক্ষ ও ফুলের গাছ। ‘জেলা পরিষদ পার্ক’ নামে এটি তৈরির কাজ পুরো দমে চলছে। পার্ক চালু হলে এখানকার দৃষ্টিনন্দন সবুজ পরিবেশ সবার চোখ জুড়াবে। বাইরে থেকে দর্শনার্থীদের জন্যও এটি উন্মুক্ত থাকবে।

জেলা পরিষদ সূত্র জানিয়েছে, পরিবেশের কথা বিবেচনা করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ এই দৃষ্টিনন্দন পার্ক তৈরির পরিকল্পনা করেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ বড়বাজার এলাকায় গড়াই নদীর তীরে জায়গা নির্ধারণ করা হয়। সেখানে বালু ভরাটের পর প্রায় ৩৩ একর জায়গাজুড়ে প্রাচীর দেয়া হয়। চার বছর আগে মাহবুব-উল আলম হানিফ পার্কটির নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করিয়ে দেন। এছাড়া জেলা পরিষদ তাদের নিজস্ব তহবিলের অর্থ দিয়েও কাজ করছে। এমপি নিজেই ঢাকার একটি ফার্ম থেকে পার্কের জন্য নকশা তৈরি করেছেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, গড়াই নদীর তীর ঘেঁষে পুরো দমে চলছে পার্কের নির্মাণকাজ। বাইরে নদীর পাড়ে লাগানো হয়েছে আমগাছ। চারপাশে রোপণ করা হয়েছে নারিকেল গাছের চারা। পার্কটির জন্য ২০ একরের বেশি জায়গা নির্ধারণ করে প্রাচীরের পাশাপাশি দুটি প্রবেশদ্বার দেয়া হয়েছে। ভেতরের নানা অংশে দৃষ্টিনন্দন গোলচত্বর তৈরি করা হয়েছে। পুরো এলাকার জন্য ভেতরে রয়েছে পাকা সড়ক। ইট-পাথরের ঢালাইয়ের গোল চত্বরে রোপণ করা হয়েছে দেশি-বিদেশি নানা প্রজাতির বৃক্ষ ও ফুলের গাছ।

জেলা পরিষদের উপ-সহকারী প্রকৌশলী মেজবাহুর রহমান বলেন, পুরোদমে কাজ চলছে। ভেতরে এখনও যেসব অংশে কাজ বাকি আছে, সেখানে ঢালাইয়ের কাজ চলছে। বাইরের যে অংশে বালু ভরাট করা রয়েছে সেখানেও গাড়ি পার্কিংসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা হবে।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজি রবিউল ইসলাম বলেন, শিশুদের মানসিক ও শারিরীক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বিনোদনস্থল গুলো হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বিনোদনের জন্য এই গড়াই নদীর পাড়ে বিশাল জায়গায় একটা পার্ক স্থাপনের চিন্তা অনেক আগে থেকেই ছিলো কুষ্টিয়া সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফের। সেই চিন্তা থেকেই জেলা পরিষদের মাধ্যমে এখানে পার্ক নির্মাণ শুরু করতে যাচ্ছি।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুন্সী মোঃ মনিরুজ্জামান বলেন, পার্কটি মূলত উদ্যান। বাণিজ্যিক বিষয় মাথায় নিয়ে পার্ক তৈরি করা হচ্ছে না। ইতোমধ্যে ছয় কোটি টাকার বেশি খরচ হয়ে পার্ক জেলাবাসীর বিনোদনের খোরাক মেটাবে।

কোটচাঁদপুরে নব-নির্মিত বিদ্যালয় ভবন ও রেলওয়ে অ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নব-নির্মিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন এবং রেল স্টেশনের কার পার্কিং এরিয়া ও আপ্রোচ সড়ক নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল। রবিবার বেলা ১১ টার দিকে কোটচাঁদপুর পৌর শহরের ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এলজিইডি’র অর্থায়নে ৬২ লাখ ১৮ হাজার টাকা ব্যয়ে শ্রেনি কক্ষের নব-নির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, পৌর মেয়র জাহিদুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ রুহুল ইসলাম, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার অসিত বরণ পাল, উপজেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম খাঁন বাবলু, ১নং ওয়ার্ড পৌর কাউন্সিলর আনারুল ইসলাম সেন্টু, মহিলা নেত্রী রুবিনা খাতুন সহ স্থানীয় আ.লীগের নেতা-কর্মীরা।

পরে কোটচাঁদপুর রেল স্টেশনের কার পার্কিং এরিয়া ও আপ্রোচ সড়ক নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়। রেলওয়ে পাকশী বিভাগ আয়োজিত অনুষ্ঠানে রেলওয়ে বিভাগীয় ব্যবস্থাপক (পাকশী অঞ্চল) মোঃ শাহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ রেলপথ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রানালয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও স্থানীয় সাংসদ এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বিভাগীয় প্রকৌশলী (১) বীরবল মন্ডল, সহঃ নির্বাহী প্রকৌশলী (চুয়াডাঙ্গা) সুকুর বিশ্বাস। এসময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর আ.লীগের আহ্বায়ক ফারজেল হোসেন মন্ডল, যুগ্ন-আহ্বায়ক শহীদুজ্জামান সেলিম, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম সহ রেলের কর্মকর্তা-কর্মচারি। প্রায় ৭৫ লাখ টাকা ব্যায়ে রেল এই উন্নয়ন কাজ করছে।